বাদাবাদি তরজা

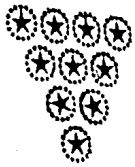

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাস বিরচিত

প্রকাশক:- শ্রীঅখিলবিজয় দে এণ্ড ব্রাদার্স
ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী
১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দ্বাদশ মুদ্রণ

১৩৭১ সাল। দাম পঁচিশ পয়সা

[illegible] গীতিকা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বাদাবাদি তরজা

প্রশ্ন

শিব দরশনে যাচ্ছ তোমরা পরে শাড়ী। সবে মিলে মাজ বটে নারীরূপ ধরি॥ ক্ষেপা হর দিগম্বর পাগল পশুপতি॥ নারীরূপ দেখলে শিব ক্ষেপা হয় অতি॥ একদা হয়েছে হরি নারী হয়েছিল। নারীরূপ দেখি শিব গর্জ্জিয়া উঠিল॥ বুঝিয়া দেবের কর্ম্ম আপনি নারায়ণ। সুদর্শনে শিব শরীর করিল ছেদন॥ সে শরীর পূজে সবে এ তিন সংসারে। তোমরা নিস্তার পাবে কি মত প্রকারে॥ নারীরূপ দেখে শিব ছাড়বে না এখন। কেমনে করিবে তোমরা শিব দরশন॥ ইহার বৃত্তান্ত কথা না বলিতে পার। তবে কেন পাপ মুখে শিব নাম ধর॥

নারীরূপ ধারণের জবাব

যে কথা বলেছ ভক্ত মিথ্যা কভু নয়। ক্ষেপা হর দিগম্বর পাগল তারে কয়॥ ভাং খেয়ে মত্ত হয়ে শ্মশানেতে ফেরে। ভাং ধুতুরা খায় শিব রাষ্ট্র চরাচরে। উন্মত্ত হয় শিব মিথ্যা কথা নয়। ভোলানাথে ভুলাইব শুন মহাশয়॥ জগৎমাতা বেদে গাঁথা আছেন ভবানী। ভক্তের স্মরণে মাতা আসিছেন এখনি। হৈমবতী দেখ সতী আমাদের জননী। পড়েছি বিপাকে মাতা রাখ ত্রি-নয়নী॥ বাঞ্ছা পুরাইতে যবে ভবানী আসিল।

বৃষোপরে চাপি শিব-শঙ্করী বসিল ॥ কিবা শোভা মনোলোভা দেখিতে সুন্দর। শিব দুর্গা বিরাজ করেন গম্ভীর ভিতর॥ কিছু সন্ধ নাহি দেখ আমাদের মনে। অনায়াসে পূজি সব দেব ত্রিলোচনে ॥ ইহার বৃত্তান্ত কথা কয়ে দিলাম ছলে। নিজ বাটি বালাখানা ঈশ্বরচন্দ্র বলে ॥

প্রশ্ন

শুনি গো সন্ন্যাসী তোমরা আমার বচন। শিব দরশনে যাচ্ছ তোমরা হয়ে একমন। দেবের দেবতা হয় দেব ত্রিলোচন। সমুদ্র মন্থন করে রাষ্ট্র ত্রিভুবন ॥ মন্থন করিলে যবে গরল উঠিল। সেই গরল মহাদেব ভক্ষণ করিল ॥ বিষ খেয়ে ঢলে শিব হৈল অচেতন। চেতন করিয়া তোমরা কর দরশন ॥ না উঠিল সদাশিব কেমনে পূজিবে। শিবভক্ত কেমন তোমরা এইবার জানা যাবে ॥

গরলের জবাব

যে কথাটি বল্লে ভক্ত মিথ্যা কথা নয়। শিবভক্ত বটে শুন আমরা সমুদয় ॥ আমাদের দেবতা হয় দেব পশুপতি। বিষ খেয়ে ঢুলিছে বাবা দেখহ সম্প্রতি ॥ শিবভক্ত হই মোরা জানেন ভবানী। সবে মিলে স্মরণ করে আসিবে জননী ॥ ডাকিবা মাত্রেতে দেখ ভবানী আইল। মনসারে ডাকাইয়া স্তন পান করাল ॥ মনসার দুগ্ধ যখন সদাশিব খাইল। সকলেতে দেখ প্রভু সদাশিব উঠিল ॥ বিষ খাইতে ত্রাণ হৈল দেব ত্রিলোচন। এইবারেতে পূজি সবে যত ভক্তগণ ॥ শুনিলে সকল কথা ওহে পথিক ভাই। পথ ছাড় পশুপতি পূজিবারে যাই ॥

প্রশ্ন

শিব দরশনে যাচ্ছ তোমরা যতেক সন্ন্যাসি। শিব নাইক' স্বর্গে নাইক' মর্ত্তে নাইক' তীর্থ কাশী॥ তারকেশ্বরে নাইক' শিব নাইক' ঝাড়েশ্বরে। শুনেছিগো শিব আছেন কুচনী নগরে॥ কুচনী পাড়াতে শিবের এক পুত্র হয়। সে পুত্রের কি নাম হয় কহ মহাশয়॥ ভক্ত যদি হও তোমরা শিবকে আনিবে। গম্ভীরেতে দেখে শুনে তবেত' পূজিবে॥ কি করিয়া তল্লাসিবে বল মহাশয়। বিস্তারিয়া কহিবে সংক্ষেপেতে নয়॥ ইহার বৃত্তান্ত কথা বলিবে আমারে। তবেত' নাচিতে পাবে গাজন ভিতরে॥

শিব পুত্র নামের জবাব

শিব দরশনে যাচ্ছি মোরা ভক্ত যত জন। কি বলিলে কেমন কথা আমাদের এখন॥ আমাদের মহাদেব স্বর্গে মর্ত্তে নাই। কুচনী নগরে শিব আছে বল্লে ভাই॥ ভাং খেয়ে মত্ত হয়ে ভোলা মহেশ্বর। নিরবধি থাকে সদা কহিলে সত্বর॥ কুচনী পাড়াতে শিব মজাইল মন। বেদবতীর সঙ্গে থাকে রাত্রি ত্রিভুবন॥ সেই গর্ভে দেখ এক পুত্র জন্মাইল। পঞ্চানন্দ বলে নাম তাহার হইল॥ ভক্ত বাঞ্ছা রাখিবারে প্রভু আসিবে গম্ভীরে। পূজিব আনন্দে সবে দেখহ সত্বরে॥ ইহার বৃত্তান্ত কথা কয়ে দিলাম বলে। নিজ বাটী যাব এবে ঈশ্বরচন্দ্র বলে॥

প্রশ্ন

শুন গো, সন্ন্যাসী তোমরা আমার বচন। একটি কথা জিজ্ঞাসি ভাই কহ বিবরণ॥ বৃষোপরে মহেশ্বর করেন গমন। সেই বৃষ কার গর্ভে লভিল জনম॥ মহাদেবের বৃষ কার গর্ভে

হলো। কেমন করে মহাদেব তাহারে পাইল॥ ইহার বৃত্তান্ত কথা বলিতে না পার। তবে কেন পাপ মুখে শিবনাম ধর॥ প্রশ্নের জবাব যদি দিতে না পারিবে। সন্ন্যাস ছাড়িয়ে পুনঃ গৃহবাসী হবে॥

বৃষভের জন্মের জবাব

শুনহে পথিক ভাই আমার বচন। যে কথা বলেছ তার জবাব দি' এখন॥ কি প্রকারে মহাদেব বৃষ যে পাইল। তাহার আদ্যান্ত কথা শুনহ সকল॥ কীর্ত্তিকা রাজার কন্যা অতি অসম্ভব। যথাকালে প্রসবিল একটি বৃষভ॥ অসম্ভব সম্ভব যে অঘট ঘটন। সেই বৃষ হৈল দেখ শিবের বাহন॥ বৃষের কথা বল্লেম হেথা শুন্‌লে সর্ব্বজন। পথ ছাড় পূজি গিয়া দেব ত্রিলোচন॥ ইহার সকল কথা কহে দিলাম ছলে। যাব বাটী বালাখানা ঈশ্বরচন্দ্র বলে॥

প্রশ্ন

ঢাক ঢোল বাজায়ে সবে করিছ গমন। একটি কথা তোমাদের করি জিজ্ঞাসন॥ শিব ভক্ত যে জন হবে বলে আমারে দিবে। তবেত এখান হতে যাইতে পারিবে॥ কেপা হর দিগম্বর পাগল পশুপতি। তাহার ভার্য্যা গিরিসুতা জগতে খেয়াতি॥ জগৎ জননী তিনি মিথ্যা কথা নয়। একটি কথা বলি হেথা শুন সমুদয়॥ সুরধনি সেই জননী মকর বাহন। কোথা পাইল কোথা কহ বিবরণ॥ সেই মকর কোন্ জন প্রসব করেছে কাহার গর্ভে মকর বল জনম নিয়েছে॥ ইহার আদ্যান্ত কথা বলিলে আমারে। তবেত' নাচিতে পাবে গাজন ভিতরে।

মকরের জন্মের জবাব

শিব দরশনে যাচ্ছি মোরা আনন্দিত মনে। আমাদের ধরিলে তুমি কিসের কারণে॥ শিব ভক্ত হই মোরা শিব নাম গাই। শিব দরশন তরে মোরা তথা যাই॥ আমাদের জিজ্ঞাসেন অসম্ভব কথা। জগৎ জননী হয় দেখ গঙ্গা মাতা॥ সেই গঙ্গা মাতা গিরিসুতা জগৎ জননী। মকর বাহন তার জানেন আপনি॥ সেই মকরের দেখা কেবা পেয়েছিল। কাহার গর্ভেতে সেই মকর জন্মিল॥ সেই কথা বলি হেথা শুন সর্ব্বজন। সে বড় আশ্চর্য্য কথা বলে যাই এখন॥ সাত্যকি রাজার কন্যা অতি ভয়ঙ্কর। বিনা পুরুষেতে প্রসব কৈল মকর॥ জল জন্তু জলাশয় করিয়া ভ্রমণ। সেই মকর হৈল দেখ গঙ্গার বাহন॥ সে মকর লয়ে মাতা বাহন করিল। এক্ষণেতে তোমার কথার জবাব হয়ে গেল॥ ইহার বৃত্তান্ত কথা কহে দিলাম ছলে। পথ ছাড় পশুপতি পূজিগে সকলে॥

প্রশ্ন

কোথায় চলেছ তোমরা যতেক সন্ন্যাসি। আনন্দে চলেছ সবে হয়ে হাসি খুসি॥ ভক্ত বটে তোমরা সবে মিথ্যা কথা নয়। কেমন ভক্ত এবারেতে জানিব মহাশয়। একটি পুরাতন কথা হেথা শুন সর্ব্বজন। শিব পুত্র কার্ত্তিক দেব রাষ্ট্র ত্রিভুবন॥ কার্ত্তিকের কথা কিছু করি জিজ্ঞাসন। কোথা পাইল ময়ূর করিল বাহন॥ কাহার গর্ভে ময়ূরের জনম হয়েছিল। সে কথাটি সভামাঝে প্রকাশ করে বল। ইহার সমস্ত কথা না বলিতে পার। অকারণে পাপমুখে শিব নাম ধর॥

ময়ূরের জন্মের জবাব

ভক্তগণে বাধা দিলে কিসের কারণ। পূজিবারে যাব মোরা দেব ত্রিলোচন। এমন সময় আমাদের বাধা তুমি দিলে। বাধা দিয়া একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে। তোমার প্রশ্নের জবাব এখনি দানিব। শুনিলে প্রত্যয় যাবে বাবা আমার শিব॥ শিব পুত্র কার্ত্তিক দেখ মিথ্যা বাক্য নয়। ময়ূর পাইল কোথা শুন সমুদয়॥ ময়ূরের কথা কিছু বলে যাব এখানে। যাহার গর্ভে জন্মেছিল শুন সর্ব্বজনে॥ শিখিধ্বজ নামে রাজা অবনী মণ্ডলে। তাহার কন্যা জগতমান্যা বলি সভাস্থলে॥ শিখিধ্বজের কন্যা দেখ ময়ূর প্রসবিল। সে ময়ূর কার্ত্তিক লয়ে বাহন করিল। ময়ূরের কথা হেথা বলে দিলাম ছলে। নিজ বাটী যাব বালাখানা ঈশ্বরচন্দ্র বলে॥

প্রশ্ন

নমঃ নমঃ নমঃ মাতা নমঃ নারায়ণী। শিবের সন্ন্যাসি তোমরা পুরাণেতে শুনি॥ শিব-ভক্তে যেবা ভজে ভজে শিব পদে। শিব দুর্গা বিনে তার অন্য নাহি হৃদে॥ দেবের দেবতা হন্ গণেশ দেবতা। ত্রিসংসারে করে পূজা বেদে আছে গাঁথা। মূষিক বাহন তার মিথ্যা কথা নয়। সে মূষিক গণদেব পাইল কোথায়॥ কাহার গর্ভে মূষিকের জনম হয়েছিল। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ প্রকাশ করে বল। কেমন ঠেলা এই বেলা জানিব এক্ষণে। ভক্ত হবে জবাব দিবে শুনিবে দশ জনে। ইহার সমস্ত কথা যদি না বলিবে। পথ হৈতে তোমরা সব ফিরিয়া যাইবে॥

মূষিকের জন্মের জবাব

নমো নমো নমো চণ্ডী নমো নারায়ণী। শিব ভক্ত বটে মোরা পূজি শূলপাণি॥ শিব ভক্ত হই মোরা ভয় কোন্ জনে। আমাদের সম্মুখেতে আসে কে এক্ষণে॥ আসিয়া এখানে তুমি জিজ্ঞাসা করিলে। মহাদেবের পুত্র গণেশ জানে গো সকলে॥ গণেশ বাহন দেখ মূষিক যে হয়। পৃথিবীর সর্ব্বলোক হেন কথা কয়॥ যার গর্ভে মূষিকের জন্ম হয়েছিল। তাহার সমস্ত বাক্য শুন গো সকল॥ রাজকন্যা মহাধন্যা জগৎমান্যা হয়। শিখিধ্বজের কন্যা তিনি শুন সমুদয়॥ সেই কন্যা মূষিকেরে প্রসব করিল। গণেশ লইয়া মূষিক বাহন করিল। গণেশের বাহন দেখ মূষিক যে হয়। খাঁটি খাঁটি পরিপাটি বলিলাম নিশ্চয়॥ ইহার সমস্ত কথা বলি দশের কাছে। পুরাণের পুণ্য কথা বলিলাম মিছে॥ এক্ষণেতে পথ ছেড়ে দিবে গো সকলে।

প্রশ্ন

আনন্দে পূজিব প্রভু বিল্ব গঙ্গাজলে॥

শুন সবে ভক্তিভাবে সন্ন্যাসি সবাই। একটি কথা তোমাদের জিজ্ঞাসিয়া যাই॥ অসম্ভব কথা একটি মিথ্যা কভু নয়। পুরাণের পুণ্য বার্তা বলি হে হেথায়॥ শিব সঙ্গে গমন করে নন্দী ভৃঙ্গী দূত। সাথে সাথে আছে তার কতকগুলি ভূত॥ সেই সব ভূত বল কোথা জন্মেছিল। কেমনে তাহাদের বল সদাশিব পাইল॥ ভূতের কথা বলি হেথা শুন সর্ব্বজন। কাহার গর্ভে ভূতের জন্ম কহ বিবরণ। ইহার সকল কথা বলে দিবে মোরে। তবেত, যাইতে পার শিব পূজিবারে।

ভূতের জন্মের জবাব

শিবের সন্ন্যাসী মোরা শিবপূজা করি। শিব জোরে ডঙ্কা মেরে হেথা সেথা ফিরি। শিবের বাক্য বল হেথা তুমি যে এক্ষণে। শিব সঙ্গে আছে ভূত জানে সর্ব্বজনে॥ শিব সঙ্গে নয় ভূত থাকেন মহাশয়। কাহার ঘরে জন্মেছিল বলে যাই হেথায়॥ সে সব ভূত অবধূত রাষ্ট্র চরাচরে। সেই ভূত লয়ে শিব শ্মশাতে ফেরে॥ উল্লিকা রাজার কন্যা মিছা কথা নয়। নয় পুত্র প্রসবিল শুন মহাশয়॥ অদ্ভুত আকার হৈল দুই গুণধাম। শিবের কিঙ্কর হইল নন্দী ভৃঙ্গী নাম॥ শিবের ভূতের জন্ম বলে যাই এখন। আনন্দে পূজিব সবে দেব পঞ্চানন॥ তাহার বৃত্তান্ত বাক্য কয়ে দিলাম ছলে। নিজ বাটী বালাখানা ঈশ্বরচন্দ্র বলে॥

প্রশ্ন

শুন ভক্ত কহি তত্ত্ব শিবের বারতা। শিব শিব করে তোমরা পূজে বেড়াও বৃথা॥ শিব ছাড়া অন্য দেব জগতে কি নাই। রুদ্র অবতার শিব আমি শুনতে পাই॥ তোমাদের শিব যদি হনুমান হ'লো। কাহারে পূজিবে তোমরা সেই কথাটী বল। গম্ভীরেতে নাহিক' শিব হনুমান হয়েছে। কাহার সেবা কর তোমরা বল্‌ব দশের কাছে॥ ইহার বৃত্তান্ত কথা না বলিতে পার। বৃথা কেন পাপমুখে শিব নাম ধর॥

শিবের জবাব

কেমন কথা কহ ওহে পথিক ভাই। তোমার কথা শুনে আজি মোরা দুঃখ পাই॥ দেব দেব মহাদেব শিব পঞ্চানন।

চার যুগে মান্য তিনি রাষ্ট্র-ত্রিভুবন॥ ত্রেতাযুগে মহাদেব রাম অবতার। সে কথা ত' মিথ্যা নয় শুন সমাচার॥ দেব অংশে হনুমান জন্মেছে নিশ্চয়। তা বলে মহাদেব কি গম্ভীর ছাড়া হয়॥ গম্ভীরেতে আছেন শিব দেখ না বসিয়ে। হনুমান হৈলো তিনি অংশ রূপ দিয়ে॥ সবে মিলি পূজি মোরা দেব শূলপানি। গম্ভীরেতে আছেন বসে ভোলানাথ আপনি॥ ইহার বৃত্তান্ত কথা বলে দিলাম ছলে। নিজ বাটী যাব বালাখানা ঈশ্বরচন্দ্র বলে॥

প্রশ্ন

শিবভক্ত বটে তোমরা চলেছ এক মনে। একটি কথা জিজ্ঞাসিব শুন সর্ব্বজনে॥ পাণ্ডুবংশে পুত্র হয় মিথ্যা কথা নয়। অভিমন্যু পুত্র দেখ পরীক্ষিত হয়॥ পূর্ব্বজন্মে পরীক্ষিত ছিল কোন জন। কিবা পুণ্যফলে হয় হস্তিনা রাজন। পরীক্ষিতের কথা আমি বুঝিতে না পারি। ভক্ত হবে ত্বরা করে এসো শীঘ্র করি॥ কেমন তোমরা শিবভক্ত এবার জানা যাবে। ছেলের হাতে সন্দেশ নয় যে কেড়ে নিয়ে খাবে॥

পরীক্ষিতের জবাব

শিব-দুর্গার ভক্ত মোরা মিথ্যা কথা নয়। আমার প্রতি একটি কথা বলিবে নিশ্চয়॥ যে কথা বলেছ তুমি শুন সমাচার। পরীক্ষিত হৈল রাজা কেমন প্রকার॥ অভিমন্যু পুত্র দেখ পরীক্ষিত রাজন্। তাহার বৃত্তান্ত কথা শুন দিয়া মন॥ ঐহিক নামেতে মুনি কোনখানে ছিল। যোগাসনে বসি মুনি স্তব আরম্ভিল॥ বৃক্ষতলে বসে মুনি মুদি দু'নয়ন। সেই বৃক্ষে বসি

আছে পক্ষী একজন ॥ পক্ষী দেখি ব্যাধপুত্র বাণ যে মারিল। বাণ খেয়ে মুনি অঙ্গে পতিত হইল ॥ তাহা দেখি মুনি তখন অভিশাশ দিল। শাপ শুনি ব্যাধপুত্র কাঁদিতে লাগিল ॥ তাহার প্রতি ঐষিক মুনি কৃপা যে করিল। ধীরে ধীরে মুনি তারে কহিতে লাগিল ॥ বনে বনে ভ্রমণ কর শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তোমায় করিবেন দয়া ॥ এত শুনি ব্যাধ তখন গমন করিল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ব্যাধ ভ্রমণ করিল। কৃষ্ণ আসি সেই ব্যাধে সদয় হইল। কৃষ্ণ দরশনে ব্যাধ মুক্তি যে পাইল ॥ সেই ব্যাধ আসি দেখ পরীক্ষিত জন্মিল। মিথ্যা কথা নয় মহাশয় ভারতে লিখিল ॥ পূর্বজন্মে পরীক্ষিত ব্যাধের নন্দন। কৃষ্ণ ভজে রাজা হ'ল শুন সর্বজন ॥ ইহার বৃত্তান্ত কথা কহে দিলাম ছলে। যাব বাটী বালাখানা ঈশ্বরচন্দ্র বলে ॥

প্রশ্ন

আনন্দে চলেছ সবে নাচিয়ে কুদিয়ে। সম্মুতে আছে এক অসুর দণ্ডায়ে ॥ কেমন করে শিব স্থানে তোমরা যাইবে। যাইবা মাত্রেতে কিন্তু বিনাশ করিবে ॥ মহা ভয়ঙ্কর অসুর মিথ্যা কথা নয়। ভক্ষণ করিবে ধরে তোমাদের নিশ্চয় ॥ এক্ষণেতে তোমরা সবে করহ গমন। পূজিতে পেলে না আজি দেব ত্রিলোচন ॥ দেখা যাবে কেমন ভক্ত তোমরা সকলে। অসুর বিনাশ করে যাও সবে চলে ॥ নতুবা তোমাদের এখন করিবে ভক্ষণ। কোন্ দিকে তোমরা সবে করিবে গমন ॥ ইহার বৃত্তান্ত কথা কহিবে আমারে। তবে ত' নাচিতে পাবে গাজন ভিতরে ॥

অসুরের জবাব

শিব ভক্ত হই মোরা পূজি শিব পদে। শিব-দুর্গা বিনা মোদের অন্য নাহি হৃদে॥ শিবের হইয়া ভক্ত ভয় কোন্ জনে। কোন জনে যুঝিবেক শিব ভক্ত সনে। ভক্ত প্রতি যে জন এসে হিংসা করিবে। উচিত দণ্ড এক্ষণেতে মোদের কাছে পাবে। শিব বরে আছে করে ত্রিশূল আছাড়। ত্রিশূল আঘাতে তারে করিব সংহার॥ চল চল ভক্ত সবে করহ গমন। এক্ষণেতে সেই অসুর করিব নিধন॥ যাইবা মাত্রেতে অসুর ধাইয়া আইল। ত্রিশূল আঘাতে দেহ বিনাশ হইল॥ অসুর মরিল ভাই দেখ সর্ব্বজন। আনন্দে পূজিব সবে দেব ত্রিলোচন। শিব জোরে ডঙ্কা মেরে চলিলাম এখন। শিব দুর্গা মুখে বল যত ভক্তগণ॥ ইহার তদন্ত কথা কহে দিলাম ছলে। নিজ বাটী যাব বালাখানা ঈশ্বরচন্দ্র বলে॥

প্রশ্ন

শিব ভক্ত বটে তোমরা জানি আমি ভাল। একটি বাক্য জিজ্ঞাসিব প্রকাশ করে বল॥ ভক্ত হবে ত্বরায় কবে শিবের বারতা। মহাদেব ত্রিশূলখানি পাইয়াছে কোথা॥ কোন্ জন মহাদেবে ত্রিশূল দিয়াছে। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক পদার্থ বলবে দশের কাছে॥ ইহার তদন্ত বার্ত্তা না বলিলে মোরে। কেমনে যাইবে তোমরা শিব পূজিবারে॥

ত্রিশূলের জবাব

শুন সবে ভক্তিভরে গোল না কর ভাই। শিব ভক্ত বটে মোরা শিব গুণ গাই॥ দেবের দেব মহাদেব দেব ত্রিলোচন।

মৃত্যুঞ্জয় নামটি ধরে জানে সর্বজন॥ মহাদেবের বার্ত্তা আমায় বলে গেল ভাল। কি প্রকারে মহাদেব ত্রিশূল পাইল॥ শুন সবে কহি তবে ত্রিশূলের কথা। বেদে গাঁথা নয় অন্যথা বলে যাব যথা॥ গোলোকের নাথ হরি গোলোকবিহারী। গোলোক ছাড়ি বটপত্রে ভাসিলেন হরি॥ পৃথিবী করিল সৃজন সৃষ্টির কারণ। দেব আদি জন্মাইল যত মুনিগণ। এক জনে এক এক অস্ত্র প্রদানিল। সদাশিব দেখি হরি ত্রিশূল আনি দিল॥ নারায়ণ ভোলানাথে ত্রিশূল দিয়াছে। মিথ্যা কথা নয় মহাশয় পুরাণেতে আছে॥ ইহার বৃত্তান্ত কথা কহে দিলাম ছলে। নিজ বাটী বালাখানা ঈশ্বরচন্দ্র বলে॥

প্রশ্ন

শুন ভক্ত কহি তত্ত্ব শিবের বারতা। ভিক্ষা হেতু বৃষকেতু গিয়াছিল কোথা॥ তিন দিন ভিক্ষা হীন ভিক্ষা না পাইয়ে। সদানন্দ ভুলাইল কুচনীর মেয়ে॥ কেহ ছুটে সিদ্ধি ঘুটে দিচ্ছে মহেশ্বরে। ভাং খেয়ে ভেকা হয়ে বসে আছে ঘোরে॥ সিদ্ধির জোরে মহাদেবের বুদ্ধি হলো খেল। শিঙ্গে জটা বৃষ গোটা কোথাকারে গেল; কোথা গেল কেবা নিল বুঝিতে না পারি। ভক্ত হবে ত্বরা করে এসো শীঘ্র করি॥ ইহার বৃত্তান্ত কথা। যদি না বলিবে। আমার কাছে উচিৎ সাজা পাল্টা বারে পাবে॥

মহাদেবের জবাব

মহাদেবের কথা তুমি বলিবে আমারে। ভাং খেয়ে পড়ে আছেন কুচনী নগরে॥ ভাং খেয়ে মত্ত হয়ে ভোলা মহেশ্বর।

শিঙ্গে জটা বৃষ গোটা গিয়াছে সহর॥ শিঙ্গে জটা বৃষ গোটা কোথায় গিয়াছিল। তাহার তদন্ত কথা শুন গো সকল। সিদ্ধির ঘোরে পড়ে আছে দেব পঞ্চানন। ইন্দ্র আসি গো গোটা করিল হরণ॥ স্বর্গপুরে লয়ে গেল দেব পুরন্দর। পার্ব্বতী নিকটে দিল রাষ্ট্র চরাচর॥ বৃষ লয়ে পার্বতী সেই নন্দীরে ডাকিল। সেই বৃষ লয়ে নন্দী গমন করিল॥ আনিয়া দিলেক বৃষ শিবের গোচরে। বৃষ পেয়ে সদাশিব বসে তারপরে। বৃষোপরে দেখ তখন সদাশিব চলিল। এ বারেতে তোমার কথার জবাব হয়ে গেল॥ ইহার তদন্ত কথা কয়ে দিলাম ছলে। নিজ বাটী যাব বালাখানা ঈশ্বরচন্দ্র বলে॥

প্রশ্ন

শুন ভক্ত নিগূঢ় তত্ত্ব শিব দুর্গার কথা॥ যে জন শুনে যে জন ভনে ঘুচে মনের ব্যথা॥ মহাদেবের কথা কিছু করি জিজ্ঞাসন। কোন পক্ষী হইল শিব কহ বিবরণ॥ পক্ষীর রূপ ধরে শিব কোথা গিয়াছিল। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ সভার মাঝে বল॥ কি জন্যেতে মহাদেব পক্ষীরূপ হয়েছে। ইহার বৃত্তান্ত কথা বল্‌বে দশের কাছে।

শিবের পক্ষীরূপ ধারণের জবাব

শুন সব ভক্তিভাবে আমার বচন। যে কথা বলেছ তাহার শুন বিবরণ॥ দেবের দেব মহাদেব জানে সর্ব্বজন। পক্ষীরূপ ধরে শিব যাহার কারণ। চন্দ্রকেতু রাজা ছিল অবনীমণ্ডলে। তাহার তদন্ত কথা শুনগো সকলে॥ কলি সঙ্গে দেখ তার বিবাদ হইল। ছল করি কলি তার দুই চক্ষু নিল॥

কাননেতে রাজপুত্র দেখিয়া কাতর। অন্তরে জানিল তাহা দেব দিগম্বর॥ সঞ্চাল পক্ষীর বেশ করিয়া ধারণ। অঘোর বনের মধ্যে দিল দরশন॥ পাখীর পাখা রাজসুতে করিতে ব্যজন। পাখার বাতাসে হৈল যুগল নয়ন॥ ধরাসন হৈতে তখন উঠিল রাজন্। সঞ্চান পক্ষীরে রাজা দেখিল তখন॥ রাজা বলে কেবা তুমি পক্ষীরূপ ধরে। কেবা এসে দেখা দিলে বনের ভিতরে॥ পশুপতি বলে আমি দেব ত্রিলোচন। সঞ্চান পক্ষীরে দেখ মেলিয়া নয়ন॥ সদাশিব পশুরূপে সদয় হইল। খাঁটি খাঁটি পরিপাটী জবাব হয়ে গেল॥ ইহার তদন্ত কথা বলে দিলাম ছলে। নিজ বাটী যাব বালাখানা ঈশ্বরচন্দ্র বলে।

প্রশ্ন

শুন সবে ভক্তিভাবে করি জিজ্ঞাসন। পুরাতন কথা কহি হেথা শুন সর্বজন॥ কৃষ্ণ বলরাম দেখ বৃন্দাবন মাঝে। গোধন মূর্তি কৈল ধারণ কিবা রূপ সাজে॥ কি জন্যেতে গোধন মূর্তি তারা ধরিল। গোধন মূর্তি হয়ে বল কি কর্ম করিল॥ এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনি তব ঠাঁই। কৃষ্ণ বলরাম গোবিন্দ এক শুনতে পাই॥ এসব কথা বেদে গাঁথা জবাব দিয়ে যাবে। তবে শিব দরশনে যাইতে পারিবে॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের গোধন মূর্তি ধারণের জবাব

শুন ভক্ত কহি সত্য কৃষ্ণগুণ কথা। যে জন শুনে যে জন ভণে ঘুচে মনের ব্যথা॥ শ্রীকৃষ্ণ হইল বৃষভ মিছে বাক্য নয়। বৃষভের বাক্য কিছু শুন সুমুদয়॥ বৃষভের রূপ ধরি করিল গমন। রুষিয়া রুষিয়া মুণ্ডে মুণ্ডে করে রণ॥ সেই মৃগপক্ষী রোষে

করে যেই রব। বৃষ রব করিয়া বেড়ায় শিশু সব॥ হেনকালে
উপনীত যমুনার তীরে। আইল অসুর এক কংস অনুচরে॥
রামকৃষ্ণ দুই ভাই হিংসিবার কাজে। বৎস রূপ ধরিয়া আইল
পথ মাঝে॥ তাহাদের দেখিয়া কৃষ্ণ জানিল হৃদয়। অঙ্গুলী
তুলিয়া বলদেবেরে দেখায়। ধীরে ধীরে নরহরি গিয়া তার
আড়ে। দুই পায়ে জড়াইয়া ধরিল লাঙ্গুলে॥ ঘুরাইয়া ফেলে
দেব পর্বত উপরে। প্রাণ ত্যজিল তখন মায়াবী অসুরে॥
দেখিয়া বালক সব বিস্মিত বদন। ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ
প্রশংসে তখন॥ আকাশে থাকিয়া সবে দেখে দেবগণ। কৃষ্ণ
জয় ধ্বনি করে পুষ্প বরিষণ॥ ইহার বৃত্তান্ত কথা কহে দিলাম
হলে। নিজ বাটী বালাখানা ঈশ্বরচন্দ্র বলে॥

—সমাপ্ত—

প্রিণ্টার—শ্রীবিভূতিভূষণ কয়োড়ী, কয়োড়ী প্রেস,
১৭, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিঃ-৬

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা

কাশীদাসী মহাভারত	৮৲	আরব্য উপন্যাস	৩৲
কীর্তিবাস রামায়ণ	৫৲	হোমিও ও গৃহ চিকিৎসা	২৲
শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত	৫৲	রতি বিজ্ঞান	১৲
শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল	২৷৷০	কামকলা ডাঃ বি পাত্র	১৲
শ্রীশ্রীপদ্ম-পুরাণ	৩৲	প্রেমপত্র	।৹
কীর্তন পদাবলী	৪৲	পাক-প্রণালী	।৹
চণ্ডীদাস পদাবলী	১৷৷০	পশু চিকিৎসা	।৶৹
গোবিন্দদাস পদাবলী	১৷৷০	গো চিকিৎসা	।৶৹
বিদ্যাপতি পদাবলী	১৷৷০	টোটকা চিকিৎসা	।৶৹
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি	৩৲	লতাপাতার গুণ	।৶৹
চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস	৩৲	ছেলেদের রামায়ণ	।৶৹
বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস	৩৲	হনুমান চরিত্র	।৶৹
সংস্কৃত গীতা	১৲	খনার বচন	।৶৹
পদ্য গীতা	১৲	কামাখ্যা তন্ত্র	১৲
পদ্য চণ্ডী	১৲	গোপাল ভাড়	।৶৹
ষটচক্র	২৲	রামপ্রসাদ সঙ্গীত	।৶৹
মেয়েদের ব্রতকথা	১৲	মহাত্মা গান্ধী	।৶৹
রামকৃষ্ণ শত উপদেশ	৷৷৹	নেতাজী সুভাষ	।৶৹
বাসুদেব গীতাভিনয়	৩৲	পণ্ডিত জহরলাল	।৶৹
নেত্রানল ,,	২৲	শহীদ-ক্ষুদিরাম	।৶৹

প্রাপ্তিস্থান—**ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী**

১নং, গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

বিস্তারিত তালিকার জন্য উক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন

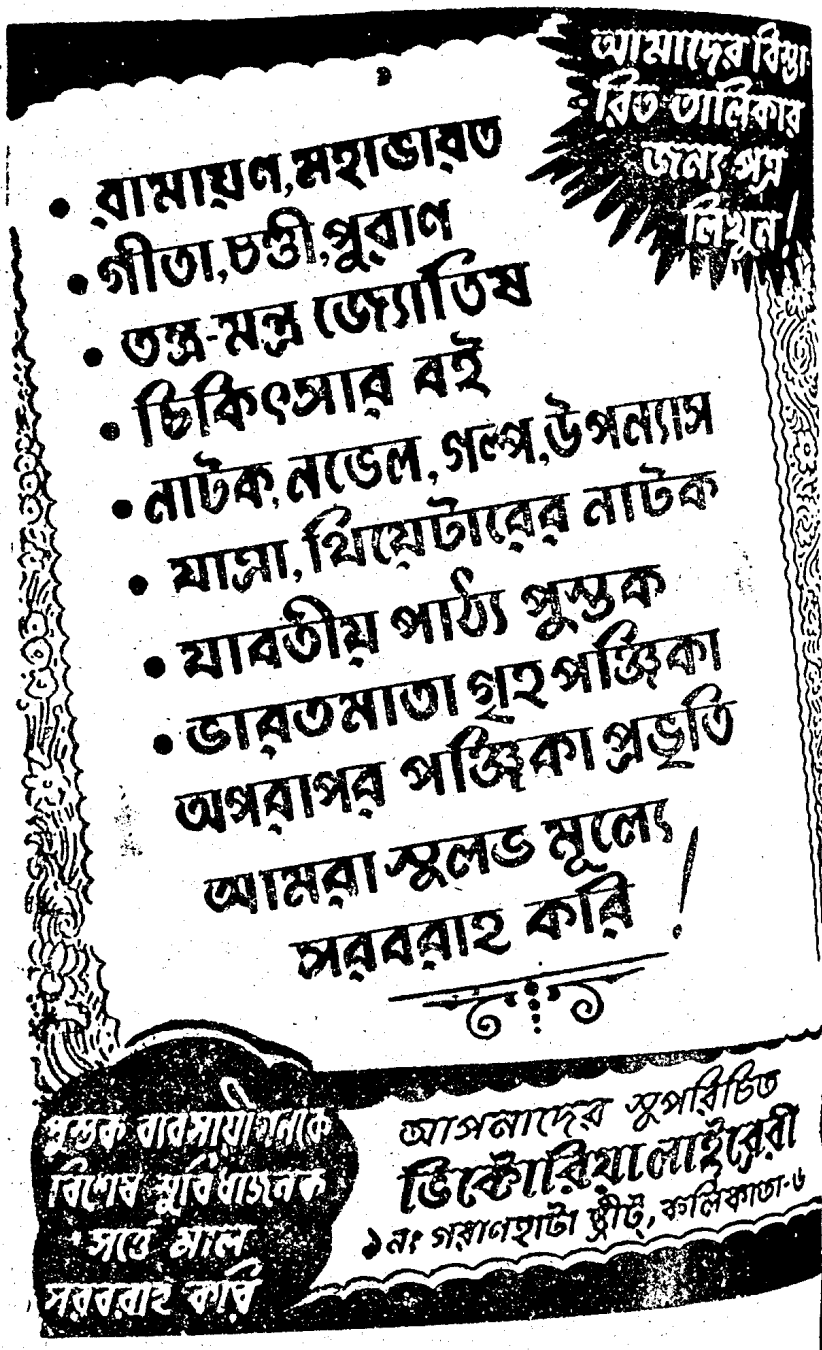
আমাদের বিস্তারিত তালিকার জন্য পত্র লিখুন!
• রামায়ণ, মহাভারত
• গীতা, চণ্ডী, পুরাণ
• তন্ত্র-মন্ত্র জ্যোতিষ
• চিকিৎসার বই
• নাটক, নভেল, গল্প, উপন্যাস
• যাত্রা, থিয়েটারের নাটক
• যাবতীয় পাঠ্য পুস্তক
• ভারতমাতা গৃহপঞ্জিকা
অগ্রিম পঞ্জিকা প্রভৃতি
আমরা সুলভ মূল্যে
সরবরাহ করি!
পুস্তক ব্যবসায়ীদিগকে
বিশেষ সুবিধাজনক
সর্তে মাল
সরবরাহ করি
আপনাদের সুপরিচিত
ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী
১নং গরাণহাটা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬